লোকবিদ্যা জন আন্দোলন পুস্তক মালা ৭

সকলেরই নিশ্চিত ও নিয়মিত আয় থাকা প্রয়োজন
এবং
এই আয় সরকারি কর্মচারীর সমান হওয়া উচিত

লোকবিদ্যা জন আন্দোলন
বিদ্যা আশ্রম, সারনাথ, বারাণসী ২২১০০৭

লোকবিদ্যা জন আন্দোলন পুস্তক মালা ৭

সকলেরই নিশ্চিত ও নিয়মিত আয় থাকা প্রয়োজন
এবং
এই আয় সরকারি কর্মচারীর সমান হওয়া উচিত

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০১৪ (বাংলায় ফেব্রুয়ারি ২০১৫)

সাহায্য মূল্য : ১০ টাকা

প্রকাশক : লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের স্বার্থে বিদ্যা আশ্রমের পক্ষ থেকে আহ্বায়ক ড: চিত্রা সহস্রবুদ্ধে দ্বারা প্রকাশিত।
ঠিকানা : বিদ্যা আশ্রম, ১০/৮২এ অশোক মার্গ, সারনাথ, বারাণসী ২২১০০৭
ফোন : ০৫৪২-২৫৯৫১২০, ০৯৮৩৯২৭৫১২৪
ই মেল : **vidyaashram@gmail.com**
ওয়েব সাইট : **www.vidyaashram.org**
ব্লগ : **www.lokavidyajanandolan.blogspot.com**

মুদ্রণ : প্রিন্টিং আর্ট, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক মানুষের আয় সরকারি কর্মচারীর সমান ও নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন।

বিষয়সূচি

১) লোকবিদ্যা কি?
২) ভূমিকা

৩) দেশের কল্যাণের পথ
৪) সরকারি কর্মচারীর সমান নিয়মিত এবং নিশ্চিত আয়ের দাবি পেশ করা
৫) কীভাবে তা সম্ভব?
৬) এই অভিযানের মূল্য এবং লক্ষ্য
৭) লোকবিদ্যা-সমাজ কীভাবে নিজের জ্ঞানের দাবি উপস্থাপন করবে?

- কৃষক সমাজ
- কারিগর সমাজ
- আদিবাসী সমাজ
- ছোটো দোকানদার সমাজ
- মহিলা
- অন্যান্যরা

৮) জ্ঞান পঞ্চায়েত
৯) পরিবতর্নের নতুন দর্শন
১০) লোকবিদ্যার দুই দশক
১১) মুলতাই সম্মেলন (জানুয়ারি ২০১৪)-এর ঘোষণা
১২) লোকবিদ্যা প্রকাশনা
১৩) লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের কিছু ছবি
১৪) সক্রিয় কর্মীদের তালিকা

লোকবিদ্যার অর্থ কি?

- সমাজে মানুষের জ্ঞানকে লোকবিদ্যা বলা হয়।
- লোকবিদ্যা কলেজ এবং বিশ্ব বিদ্যালয় বহির্ভূত সমাজের জ্ঞান।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনের অভাবে কেউ অজ্ঞানী হয় না। তারা সমাজ থেকে অর্জন করা জ্ঞান এবং বিদ্যার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের লোকবিদ্যাধর বলা হয়।

সকলের আয় সরকারি কর্মচারীর সমান হওয়া প্রয়োজন।

- কৃষক, বিভিন্ন কারিগর, আদিবাসী, যারা মেরামতির কাজ করে এবং সেবা প্রদান করে, খুচরো ব্যবসায়ী, মহিলা, লোকশিল্পী, এরা সবাই সমাজ থেকে জ্ঞান অর্জন করে এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে জীবিকা নির্বাহ করে এবং সমাজকেও পরিচালনা করে। এই সব মানুষই লোকবিদ্যা-সমাজের নির্মাণ করে।

- মানুষের চিন্তাধারা, সমাজে তাদের মূল্য, তর্ক পদ্ধতি, সংগঠনের বিচারধারা, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, তাদের তথ্যাদির সংগ্রহ, তাদের দক্ষতা এবং দর্শন --- এই সব কিছুর পরিণামস্বরূপ যে জ্ঞানের জগৎ গড়ে ওঠে, তাকে লোকবিদ্যা বলা হয়।

- লোকবিদ্যা সমাজেই বিদ্যমান।লোকবিদ্যাকে কোন গ্রন্থ, জাতি, ধর্ম, গ্রন্থালয়, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কম্প্যুটরে সীমিত করা যায় না। মানুষের কাছেই এই বিদ্যা জীবিত থাকে এবং মানুষের দ্বারাই বিকশিত হয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে যায়।

- লোকবিদ্যা নিত্য নতুন রূপ ধারণ করে। মানুষ নিজের এবং সমাজের প্রয়জনীয়তার কারণে নিজেদের অনুভবের দ্বারা, নিজেদের তর্ক, বুদ্ধি ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে লোকবিদ্যাকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করে চলে।

- মানুষের শক্তির উৎস লোকবিদ্যাতেই নিহিত। লোকবিদ্যার ভিত্তিতে তারা শুধুমাত্র তাদের জীবিকাই নির্বাহ করে না, উপরন্তু মানুষ এবং প্রকৃতির সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে, ন্যায় অন্যায়ের বিচার করে, অন্যায়ের বিরোধিতা করে এবং তাদের মূল্যবোধ ও তর্কের সাহায্যে বিশ্বদৃষ্টির নির্মাণ করে।

- লোকবিদ্যা শ্রম এবং বুদ্ধিকে পৃথক করে না ।লোকবিদ্যাতে কোনো কাজ শুধুমাত্র শ্রমভিত্তিক হয় না উপরন্তু শ্রম এবং জ্ঞান --- এই দুইয়ের পরিণাম হল কাজ। সেই অর্থে লোকবিদ্যা কোনো শ্রমজীবী মানুষকে শুধুমাত্র "শ্রমিক"-এর আখ্যা দেয় না, তাকে জ্ঞানী ব্যক্তি বলে মনে করে।

- সমাজের সামাজিক এবং আর্থিক অসমতাকে দূর করবার জন্য লোকবিদ্যাকে বিশ্ব বিদ্যালয়ে অর্জন করা জ্ঞানের সমান মূল্য দেওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জন করা জ্ঞানের দ্বারা যেমন উপার্জন করা যায় লোকবিদ্যার মাধ্যমেও যেন সমান উপার্জন করা সম্ভব হয়, তবেই লোকবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জন করা শিক্ষার সমান হতে পারবে।

- লোকবিদ্যা জন আন্দোলন লোকবিদ্যা সমাজের জ্ঞান আন্দোলন। এর উদ্দেশ্য হল লোকবিদ্যা এবং লোকবিদ্যা-সমাজকে বৃহৎ সমাজে সমশ্রেণীভূক্ত করা।

*

ভূমিকা

আমাদের সমাজে দরিদ্র কাদের বলা হয়? এই প্রশ্নের উত্তরটি আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট। কৃষক, কারিগর, আদিবাসী, মালবাহক, গ্রামের ক্ষুদ্র দোকানদার --- এই সব পরিবারকে দরিদ্র বলা যায়। শ্রমিকদেরও দরিদ্র বলা যেতে পারে। নিম্ন পদের সরকারি কর্মচারীদের পরিবারকে দরিদ্র বোধ হয় না। এই সকল দরিদ্র পরিবারের সদস্যরা স্কুল কলেজের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তাদের অজ্ঞানী বলা ভুল হবে। কারণ এরা লোকবিদ্যায় জ্ঞানী। সরকার শুধুমাত্র শিক্ষিত মানুষকেই জ্ঞানীর আখ্যা দিয়ে থাকে এবং তাদের জন্য নিয়মিত এবং নিশ্চিত মোটা আয়ের ব্যবস্থা করে, কিন্তু লোকবিদ্যা এবং লোকবিদ্যা-সমাজকে দারিদ্রতার অন্ধকারে ঠেলে দেয়। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। সরকারের এবার এই পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহার বন্ধ করে লোকবিদ্যায় দীক্ষিত মানুষজনের জন্য সরকারি কর্মচারীর সমান নিয়মিত ও স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। এই সম্পর্কে সচেতন করবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকাটির প্রকাশনা।

লোকবিদ্যার অর্থ সম্পর্কে স্কলেই অবগত, তবুও তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুস্তিকাটির প্রারম্ভে উল্লেখ করা হয়েছে। "লোকবিদ্যা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান" --- এই দাবী উপস্থাপিত করলে তবেই লোকবিদ্যা-সমাজকে বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাবে। লোকবিদ্যা জন আন্দোলন লোকবিদ্যাকে জ্ঞানের পর্যায়ভূক্ত করবার আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূখ্য উদ্দেশ্য হল লোকবিদ্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত বিদ্যার মতো সমান অবস্থান ও মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা। তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে এই বিষয়ে তর্কের উল্লেখ করা হয়েছে। লোকবিদ্যা সমাজের বিভিন্ন শাখা কীভাবে নিজেদের জ্ঞানকে বৃহৎ জ্ঞানের জগতে প্রতিষ্ঠিত করবার দাবী করে, এই বিষয়ে বিশদ বিবরণ ৬ এবং ৭ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষক সমাজ, কারিগর সমাজ, প্রত্যেকের নিজস্ব সামাজিক সংগঠন (পঞ্চায়েত) আছে। আদিবাসী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমাজেরও নিজস্ব সংগঠন বা পঞ্চায়েত আছে। এই ছোটো-ছোটো এবং বিকেন্দ্রিভূত সংগঠন বা পঞ্চায়েতগুলির নিজস্ব নেতা আছে, যারা নিজেদের সমাজের সমস্যাগুলির সমাধান করে থাকে এবং সমাজে নব চিন্তাধারার সূচনা করে, সেগুলির সঙ্গে কী সংযোজিত করতে হবে, কী বাতিল করতে হবে, এই বিষয়ে বিচার বিমর্শ করে মূল্যায়ন করে। এই পুস্তিকাটি বিশেষত লোকবিদ্যা-সমাজের নেতা, বিচারক এবং সঙ্ঘর্ষে শামিল নেতাদের বার্তার জন্য প্রকাশিত করা হয়েছে যার দ্বারা লোকবিদ্যাকে অন্য বিদ্যার সমান মর্যাদা দেওয়ার দাবি সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই আন্দোলনের মূল্য ও উদ্দেশ্যের বিষয়, কীভাবে এই আন্দোলনকে সংগঠিত করা যায়, কীভাবে সঞ্চালিত করা যায়, তার মূল কথাগুলি চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। জ্ঞান পঞ্চায়েত এবং লোকবিদ্যার অন্য বিদ্যার সমান মর্যাদার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করবার বার্তা

সমাজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সমাজের নেতাদের এই কাজে যোগদান করতে হবে, এটা তাদেরই জ্ঞান আন্দোলন।

লোকবিদ্যার বিচারধারা এবং প্‌রিবর্তনের অভিনব দর্শন --- এই অধ্যায়গুলিতে লোকবিদ্যার বিচার এবং কাজের ধারাবাহিক আলোচনা পাওয়া যাবে। তার সঙ্গে বর্তমান যুগে বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের দর্শন প্রসঙ্গে লোকবিদ্যার স্থান নির্ণয় করা হয়েছে।

*

দেশের কল্যাণের পথ

দেশের কল্যাণের পথটি সুগম করবার জন্য দুটি বিষয়ে নীতি গঠন করা ও সেগুলিকে কার্যকর করা প্রাথমিকভাবে আবশ্যক।

- প্রত্যেক বয়স্ক স্ত্রী এবং পুরুষের স্থায়ী এবং নিয়মিত আয় থাকা আবশ্যক।
- লোকবিদ্যা এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

১) যদি দেশের প্রত্যেক নাগরিকের স্থায়ী, নিয়মিত এবং সরকারি কর্মচারীর সমান আয় থাকে, তাহলে গ্রাম এবং শহরের প্রত্যেক পরিবার সমৃদ্ধ হবে এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেশের কল্যাণ হবে।

২) কৃষকের চাষ করবার জ্ঞান আছে, কারিগর কারিগরিতে পটু, আদিবাসীদের জঙ্গল সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ব্যবসার কাজে সুনিপুণ। কিন্তু এদের জ্ঞানকে 'জ্ঞান'-এর আখ্যা দেওয়া হয় না। শুধুমাত্র লেখাপড়ার জ্ঞানকেই সরকার স্থায়ী এবং নিয়মিত আয় প্রদান করবার আধার বলে গণ্য করে। কিন্তু স্কুল কলেজের শিক্ষা না থাকলে কী সে অজ্ঞানী হয়? তারা কি স্থায়ী এবং নিয়মিত আয়ের অযোগ্য? তারা কি এই দেশের নাগরিক নয়?

৩) সব সরকারই স্থায়ী এবং নিয়মিত আয় প্রদান করবার বিষয়ে দুমুখো নীতি অনুসরণ করে থাকে। শুধুমাত্র শিক্ষিত বেকারদেরই চাকরির বাবস্থা করে। খেতে কাজ করা কৃষক, নানাবিধ বস্তুর উৎপাদক কারিগর, জঙ্গলের আদিবাসী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং তাদের স্ত্রীরা, যারা এই সকল কাজগুলিতে সমানভাবে সাহায্য করে, পরিবার চালায়, তাদের নিয়মিত এবং স্থায়ী আয় হোক, তার দায়িত্ব থেকে সরকার বিরত থাকে।

৪) সরকারের এই দুমুখো নীতি শিক্ষার ক্ষেত্রেও স্পষ্ট। যারা স্কুল কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত, তাদের জন্য সরকার সর্ব প্রকারের সুবিধার ব্যবস্থা করে, তাদের জন্য খরচ করে এবং তাদের স্থায়ী এবং নিয়মিত আয়ের অধিকারী মনে করে। অপর দিকে সেই সব মানুষ, যারা সংখ্যায় বেশি এবং যারা নিজেদের চেষ্টা ও উদ্যোগে সমাজ থেকে জ্ঞান (লোকবিদ্যা) অর্জন করে। সরকার এদের কোনোভাবেই সাহায্য করে না। এমনকী এদের কোনোরকমের সুব্যবস্থিত রোজগারের জন্য উপযুক্ত মনে করা হয় না। কলেজের শিক্ষাকে স্থায়ী এবং নিয়মিত উপার্জনের মাপদণ্ড স্থির করা পক্ষপাতপূর্ণ।

৫) দেশে লোকবিদ্যার ভিত্তিতে করা উৎপাদন মাত্রা এবং গুণে স্কুল কলেজের শিক্ষার ভিত্তিতে করা উৎপাদনের থেকে কোনো অংশে কম নয়। তবে কৃষক এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর, তাঁতী এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার, বনবাসী এবং বন অধিকারী, স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী এবং কম্পাউন্ডার ইত্যাদিদের আয়ে এত পার্থক্য কেন? দেশের চাহিদা হল বিভিন্ন রকমের জ্ঞান এবং এই বিভিন্ন রকমের জ্ঞানের আধারে করা সব কাজের জন্যই উপযুক্ত মূল্য প্রদান করা আবশ্যক। কৃষক, ব্যবসায়ী, মহিলা, কারিগর, নব-যুবকদের --- যে যেমন কাজ করে সেই অনুযায়ী --- স্থায়ী এবং নিয়মিত আয় পাওয়া আবশ্যক।

৬) কোনো মানুষ শ্রমিক হয় না। তার কিছু না কিছু জ্ঞানের প্রশিক্ষণ থাকে এবং সে কোনো না কোনো কাজ করতে সক্ষম। যে সব মানুষ দৈনিক কাজ করে, তাদের কৃষি, কারিগরি, দোকানদারি --- এই সব কাজের জ্ঞান আছে। কিন্তু সরকার এদের কাজকে স্বীকৃতি দিয়ে তার ন্যায্য মূল্য দেওয়ার পরিবর্তে তাদের অজ্ঞানী আখ্যা দিয়ে নগণ্য শ্রমিকের শ্রেণীতেই পরিচিত করতে চায়। যা তাদের জ্ঞানের ঘোর অপমান।

৭) সরকারি কর্মচারীদের বেতন কমিশন গঠন হয়ে বারংবার তাদের বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়, কিন্তু লোকবিদ্যার ওপর নির্ভর করে যারা, তাদের বাজারের আক্রমণাত্মক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এর পরিণামে এই দুই প্রকার শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আয়ের তফাৎ অনেকটা বেড়ে যায়। বর্তমানে সরকারি কর্মচারীদের মাসিক আয় (সব সুবিধা সহ) ২০,০০০ টাকা। সেখানে সামান্য কৃষক অথবা কারিগরের মাসিক আয় ৫০০০ থেকে ৬০০০ হয় এবং সেটাও অনিশ্চিত। এর থেকে পক্ষপাতদুষ্ট নাগরিক নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রত্যেকের প্রতিদিনের আয় কম করেও ১০০০ টাকা হওয়া প্রয়োজন।

৮) মানুষের ইতিহাসে দীর্ঘ সময় লোকবিদ্যাকে "জ্ঞান" হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং সমাজে লোকবিদ্যা ও লোকবিদ্যা সমাজের এক বিশেষ স্থান ছিল। এই সময়ে সংগঠিত বিদ্যা এবং লোকবিদ্যার মধ্যে সমন্বয় বজায় ছিল। মাঝে মধ্যে লোকবিদ্যাকে উপেক্ষা করবার প্রচেষ্টা ছিল। ঠিক যেমন সমাজ স্বল্প সময়ের জন্য কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সত্তার পরিবর্তে ছোটো–ছোটো স্বশাসিত খণ্ডের মাধ্যমে সংগঠিত করা হত। অতএব লোকবিদ্যা-সমাজকে দাবি করতে হবে যে দেশের উজ্জ্বল এবং সমৃদ্ধশালী পরম্পরার ঐতিহ্য তাদের কাছেই সংরক্ষিত আছে এবং তারাই সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

৯) গত ১০০ বছর ধরে সমাজের আমূল পরিবর্তন, ব্যবস্থা পরিবর্তন এবং আর্থিক সুরক্ষার জন্য যারা কাজ করছিল তাদের চাহিদা ছিল --- কৃষকের জন্য জমি, মজুরের জন্য ন্যায্য মজুরি, ক্ষুদ্র কুটির উদ্যোগ এককের জন্য বাজার, কৃষি উৎপাদের জন্য ন্যায্য মূল্য এবং দলিত, আদিবাসী এবং পিছিয়ে পড়া জাতিদের জন্য সংরক্ষণ। বেসরকারিকরণ, উদারিকরণ এবং বাজারিকরণের এই যুগে দরিদ্র শ্রেণীর চাহিদা হল --- প্রত্যেক দরিদ্র পরিবারে সরকারি চাকরির মতো একটি স্থায়ী এবং নিয়মিত আয় থাকা প্রয়োজন।

১০) প্রত্যেক গ্রামে, শহরে, বস্তিতে কর্মসংস্থান কার্যালয় খোলা প্রয়োজন। সেখানে সেই সব ব্যক্তির নাম এবং তাদের জ্ঞান নথিভূক্ত করা প্রয়োজন, যারা স্থায়ী এবং নিয়মিত উপার্জনে ইচ্ছুক। লোকবিদ্যার ভিত্তিতে স্থায়ী এবং নিয়মিত আয় গ্রাম এবং বস্তির জন্য এক নতুন স্বাধীনতার আশ্বাস বহন করে আনবে। প্রত্যেকের জন্য স্থায়ী এবং প্রায় সমান আয়ের অর্থ হল, দেশের সম্পূর্ণ শ্রম এবং সম্পূর্ণ জ্ঞানের সদ্ব্যবহার হবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এর থেকে দ্রুত পথ আর নেই।

*

সরকারি কর্মচারীদের সমান স্থায়ী উপার্জনের দাবি পেশ করুন

সরকারি কর্মচারীদের মতো স্থায়ী এবং প্রায় সমান উপার্জনের দাবি করবার জন্য দুটি বিষয়ে বিশ্বাস দৃঢ় করে দাবি করতে হবে।

- লোকবিদ্যা-সমাজ লোকবিদ্যাকে জ্ঞান রূপে গ্রাহ্য করবার দাবি পেশ করবে।
- লোকবিদ্যার জন্য সরকারি কর্মচারীর সমান মূল্য এবং মর্যাদার দাবি পেশ করবে।

এই দাবিকে দৃঢ় করবার জন্য এবং তাকে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নিম্নলিখিত ধারণাগুলি সাহায্য করবে :

১)যদি লোকবিদ্যাকে কলেজের জ্ঞানের সমান মূল্য এবং মর্যাদা প্রদান করা হয়, তবে কৃষকের ছেলে তার চাষ করা ছেড়ে শহরে যাবে কেন? কারিগরের ছেলে নিজের ঘর, সমাজ এবং কাজ ছেড়ে মজুরির জন্য ঘুরবে কেন? মহিলারা অন্যের বাড়ি গিয়ে অসম্মানের কাজ করবে কেন? লোকবিদ্যার ওপর নির্ভর করে বাঁচা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং সেটা কেড়ে নেওয়াকে হিংসার পর্যায়ে ফেলা যায়।

সকলের আয় সরকারি কর্মচারীর সমান হওয়া প্রয়োজন।

২) দুর্ভাগ্যক্রমে এখন সেটাই সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। বর্তমানে লোকবিদ্যার ভিত্তিতে দেশের তিন-চতুর্থাংশ মানুষ নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করে থাকে। কিন্তু তারা দারিদ্রতা, অনিশ্চিত আয় এবং অসম উপার্জন এবং মর্যাদার সম্মুখীন হচ্ছে। এই সব মানুষের অবস্থা শোচনীয়। এই সব মানুষদেরই বাস্তুচ্যুত হতে হচ্ছে এবং এদের উৎপাদিত বস্তু বাজারে মূল্যহীন।

৩) সম্মানের জীবন যাপন করবার জন্য লোকবিদ্যা-সমাজকে প্রতি পদক্ষেপে সংঘর্ষ করতে হয়। বিদ্যুৎ, জল, অর্থ, কাঁচা মালের মতো প্রাথমিক সম্পদগুলির জন্য বাজার, প্রশাসন এবং সরকারি নীতিগুলি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, তাদের নাগরিক অধিকারগুলিকে উপেক্ষা করে তাদের বাসস্থান, কর্মস্থল, সমাজ, সম্পদ, পরিবেশ থেকে কখনো-কখনো হঠাৎ উচ্ছেদ করা হয়ে থাকে। পরিণামবশত তাদের নিজেদের জ্ঞানও অজানা মনে হতে থাকে। বিকাশ, নতুন প্রযুক্তি, নগরায়ন এবং তার বিভিন্ন ব্যবস্থার জন্য তারা জ্ঞান-ভিত্তিক জীবন থেকে সরে গিয়ে সম্পূর্ণ অজানা ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, গ্রাম এবং বস্তির পথঘাটের সুব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির মতো সার্বজনীন সুবিধাগুলি থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এইরূপ প্রতিকুল পরিস্থিতির মধ্যেও লোকবিদ্যা-সমাজ নিজেদের জ্ঞানের ভিত্তিতে বিদ্যমান, যদিও তারা অসম এবং পক্ষপাতিত্বপূর্ণ ব্যবহারের শিকার হয়।

৪) লোকবিদ্যা সমাজের এই দুরবস্থার জন্য সরকারের সেই নীতিগুলি দায়ী যেগুলি তাদের উৎপাদনকে বাজারে কম দামে বেচতে এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিকে বেশি দামে কিনতে বাধ্য করে। এদের মধ্যে কৃষক আছে, আদিবাসী আছে, কার্পাস, কাঁচ, মাটি, কাঠ, প্লাস্টিক এবং ধাতু দিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করবার কারিগর আছে, সর্বপ্রকারের সেবা প্রদান করবার জন্য নাপিত, ধোপা, জেলে, স্বাস্থ্যকর্মীর মতো বিভিন্ন গুণসম্পন্ন মানুষ আছে, মেশিন, মোটর, বিদ্যুৎ, বাড়ি, জল ইত্যাদির মিস্ত্রি আছে, শিল্পী আছে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বিভিন্ন কর্মে রত মজুর আছে, তাদের বাড়ির মহিলারা আছে। এরা সবাই লোকবিদ্যার জ্ঞানী এবং লোকবিদ্যা-সমাজ রূপে পরিচিত। সমগ্র লোকবিদ্যা-সমাজকে ঠকানো হয়।

৫) দেশের নেতা এবং শিক্ষিত মানুষেরা বলে থাকে যে চাকরিতে বহাল হওয়ার জন্য সকলেরই কলেজের বিদ্যা গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং তার জন্য ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বাস্তবে স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরেও সরকার দেশের জনতাকে সর্ব শিক্ষার স্বপ্ন দেখাতে সক্ষম হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সকলের জন্য চাকরির স্বপ্ন দেখাতে পারেনি। বর্তমানে লোকবিদ্যা সম্পন্ন সংখ্যাগুরু জনতা, যারা লোকবিদ্যার ভিত্তিতে দেশের উৎপাদনের একটা বড়ো অংশের নির্মাণ করে থাকে, তাদের পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং রাজ্যের ব্যবস্থাগুলি "অজ্ঞানী" আখ্যা দিয়ে থাকে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমাজের এই ঘোষণা করা উচিত যে লোকবিদ্যা অন্য কোনো জ্ঞানের থেকে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়, তাই তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানের সমান মর্যাদা দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬) সব থেকে বড়ো দুর্ভাগ্য হল যে এই দেশের নেতা, প্রশাসক এবং শিক্ষিত মানুষেরা লোকবিদ্যাকে "জ্ঞান" বলে মনে করে না। তারা কৃষক, কারিগর, আদিবাসী এবং সাধারণ মহিলাদের কাজকে সামান্য শ্রমের

কাজ বলে মনে করে। তাঁদের মতে, এই সব মানুষের কাছে দক্ষতা আছে এবং ক্রমাগত কাজ করবার ফলে এরা কুশলী হয়ে ওঠে। তারা বলে যে জ্ঞান শুধুমাত্র শিক্ষিত মানুষের কাছে থাকে। এই সব শিক্ষিত মানুষেরা বিশ্বাস করে না যে এই ধরনের লোকবিদ্যাধরদের কাছে তাদের নিজেদের আদর্শ, বুদ্ধি, যুক্তি, মূল্য ইত্যাদির বিশেষ স্থান আছে। যার জন্য প্রতিবাদে তারা এই কথা বলতে পারে যে তাদের কাজও জ্ঞানভিত্তিক এবং সেই জ্ঞান অন্য কোনো জ্ঞানের থেকে নগণ্য নয়। এমতাবস্থায় লোকবিদ্যাকে জ্ঞান রূপে প্রতিপন্ন করা প্রয়োজন; অন্যথা কৃষক, কারিগর এবং আদিবাসী সমাজে নিজেদের সমান মর্যাদার দাবি করতে পারবে না।

৭) তবে লোকবিদ্যা-সমাজ কোন পথকে বেছে নেবে? আমাদের মতে, লোকবিদ্যা-সমাজকে এই দুরবস্থা রোধ করবার জন্য নিজেদের জ্ঞানের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য দাবী করা উচিত। তার জন্য প্রথম শর্ত হল, লোকবিদ্যায় শিক্ষিত মানুষদের নিজেদের জ্ঞান সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে হবে এবং নিজেদের জ্ঞানের জন্য সরকারি কর্মচারীদের সমান মর্যাদা এবং জাতীয় সম্পদ পাওয়ার দাবি এবং তাদের জ্ঞানের জন্য আর্থিক প্রতিদান সরকারি কর্মচারীদের সমান হওয়ার দাবি পেশ করা প্রয়োজন। এর ফলে, এই সমাজ শুধুমাত্র নিজেদের আত্মবল ফিরে পাবে তাই নয়, উপরন্তু দেশও সমৃদ্ধি, আত্মসম্মান ও গৌরবের পথে এগিয়ে যাবে।

*

এই আত্মবিকাশ কীভাবে সম্ভব?

যখনই সকলের সুখ এবং সম আয়ের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়, তখন সামাজিক কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সক্রিয় মানুষদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়। লোকবিদ্যা জন আন্দোলন তৃতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হল। দুই ধরনের মানুষ দেখা যায় : এক, সেই সব মানুষ যাদের এই প্রসঙ্গটি অপছন্দ, যারা এই অভিযানের বিরোধ করে এবং বিদ্রুপ করে। দ্বিতীয়ত, সেইসব মানুষ, যাদের কাছে সকলের জন্য স্থায়ী এবং নিয়মিত আয়ের প্রসঙ্গটি যুক্তিযুক্ত। তারা এই অভিযানে সহযোগিতা করে থাকে। কিন্তু তাদের মনে যে প্রশ্নটি আসে সেটা মূখ্যত দু-ধরনের : যারা প্রতিদিন ৩০০/- আয় করে তাদের জন্য সরকার ১০০০/- প্রতিদিনের আয়ের ব্যবস্থা কেন করবে? এবং দ্বিতীয়ত, এর জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন, সরকার এত টাকা কোথা থেকে পাবে? এই প্রশ্নের উত্তর এই রকম :

১) আমরা এমন কিছু করতে বলছি না যা সরকার আগে কখনও করেনি। যে কোনো সরকারি বিভাগকে দেখুন --- প্রশাসনিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্যোগ, কৃষি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যে কোনো বিভাগের কর্মচারীকে যদি বাজারে উপার্জন করতে হয়, তবে তাকে তার আয়ের এক চতুর্থাংশ উপার্জন করতে অনেক

সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। যে সব বিদ্যুৎ বা কাঠের মিস্ত্রি অথবা কম্পুটার টেক্‌নিশিয়ান সরকারি চাকরিতে প্রতিদিন ১০০০/- আয় করে, তারা বাজার থেকে প্রতিদিন গড়ে মাত্র ৩০০/- উপার্জন করতে পারে। সব বিভাগের কর্মচারীদেরই এই পরিণতি হয়ে থাকে। অতএব এখানে বলা চলে যে কর্মচারীরা বাজার থেকে যা উপার্জন করতে পারে এবং এই সব কর্মচারীর জন্য বেতন কমিশন যা ধার্য করেছে সেই ব্যবধানটা প্রায় দেড় শত বৎসর ধরে এই দেশের সকল সরকারের দ্বারা পূরণ করা হচ্ছে। আমরা শুধুমাত্র এইটুকু বলতে চাই যে সরকার দেশের সকল নাগরিকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করে, মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ না করে, যারা সমান কাজ করে তাদের সমান বেতন প্রদান করে। সরকারি কর্মচারীরা 'মানুষ', বাকিরা মানুষ নয় --- এইরূপ ভাবার সময় এখন আর নেই।

২) সরকার যখন নিজের কর্মচারী, পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী এবং ঠিকাদারদের টাকা দেয়, ব্যবস্থা প্রদান করে, সুবিধা, সুযোগ, সুরক্ষা প্রদান করে, তখন আমরা প্রশ্ন তুলি না যে এই সব করবার জন্য টাকা কোথা থেকে আসে? এটা আমাদের অবুঝ হওয়ার একটা লক্ষণ। কোন অর্থে আমাদের এই অবুঝপনা? আমরা এটা বুঝি না যে সরকার এই শ্রেণীর জন্য দীর্ঘমেয়াদি স্থায়ী সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করে আর লোকবিদ্যা-সমাজকে একটা ছেড়া রুটি ছুঁড়ে দিয়ে সামান্য সুবিধা দানের পরিকল্পনা তৈরি করে। তাদের জন্য শুধুমাত্র বিনামূল্যে ল্যাপটপ, বেকার ভাতা, স্কুলের মেয়েদের সাইকেল , বিয়ের জন্য স্ত্রী-ধন, ২ টাকা কেজি চাল, লাল কার্ড এবং সাদা কার্ডের মাধ্যমে কম দামে আনাজ, বাড়িতে শৌচালয়, স্বাস্থ্য কার্ড, মধ্যাহ্ন ভোজন, সর্ব শিক্ষা অভিযান, এই ধরনের কত পরিকল্পনা সরকার করে থাকে। মানুষের অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে তারা এই ধরনের মামুলি ব্যবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে। সরকার একটা বিষয়ে নজর দেয় না এবং সেটা হল, প্রত্যেক পরিবারে একটা স্থায়ী এবং নিয়মিত আয়ের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনটা পূরণ হলে অন্যান্য পরিকল্পনাগুলির কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে প্রশ্ন টাকার নয়, প্রশ্ন হল অভিপ্রায়ের, রাজনীতির, দৃষ্টির।

৩) সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল লোকবিদ্যা সমাজকে এই দাবিটার মৌলিক শক্তি এবং দর্শনকে বুঝতে হবে এবং নিজের বিদ্যা এবং জ্ঞান সম্পর্কে নিজেদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে হবে। নিজেদের জ্ঞানের জন্য এবং নিজেদের জন্য সমান মূল্য এবং মর্যাদার দাবি পেশ করতে হবে।

*

এই অভিযানের মূল্য এবং লক্ষ্য
'সর্বপ্রকার জ্ঞানের জন্য স্থায়ী এবং নিয়মিত আয় হোক'

এই অভিযানের উদ্দেশ্য এমন এক সমাজ গঠন এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেখানে সবাই জ্ঞানী, সবাই সুখী এবং সবাই সমান সম্মান পায়।
এই উদ্দেশ্য প্রাপ্তির জন্য আমাদের ধারণা এবং কাজে নিম্নোক্ত মূল্যগুলির উপস্থিতি আবশ্যক :

1. সমাজে সকলের সুখের জন্য ভাবা এবং সেইমতো কাজ করা।

2. দুমুখো মানদণ্ডের ব্যবহার না করা।
3. জ্ঞানের সকল ধারা এবং স্বরূপগুলিকে সমান মর্যাদা দেওয়া।
4. সমাজে দারিদ্রতা এবং অসমতাকে দূর করা।
5. ধরিত্রী মাতার সঙ্গে এক লয়ে বাঁচবার জ্ঞান এবং দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করা।

*

লোকবিদ্যা সমাজ নিজেদের দাবি কীভাবে পেশ করবে?

লোকবিদ্যার দাবি পেশ করবার জন্য এই বিষয়টি বোঝা খুব প্রয়োজন যে এই দাবির অর্থ হল যে যেমন কাজ পারে, সেই ভিত্তিতে সে কাজ পাওয়া এবং সরকারি কর্মচারীদের সমান মর্যাদা, মূল্য ও সুবিধা পাওয়া। এখানে আমরা কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সমাজের উদাহরণের মাধ্যমে লোকবিদ্যা-সমাজের বিষয়টা বিশ্লেষণ করব এবং সেই সকল যুবকদের কথা উল্লেখ করব যারা নিজেদের সমাজের কাজ ছাড়াও অন্য কাজ করছে।

১। কৃষক সমাজ নিজেদের জ্ঞানের দাবি এইভাবে পেশ করতে পারে :

- কৃষকের জ্ঞান কৃষি কলেজের প্রোফেসর এবং কৃষি বৈজ্ঞানিকদের থেকে কোনো অংশে কম নয়। কৃষি কলেজের অধ্যাপক যদি প্রতি মাসে ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা বেতন পায়, তবে লোকবিদ্যার ভিত্তিতে কৃষকেরও স্থায়ী, নিয়মিত এবং মোটামুটি সমান পরিমাণ আয় করা উচিত।

- কোনো কৃষি প্রোফেসর অথবা কোনো কৃষি বৈজ্ঞানিককে এবং এক কৃষককে খেতে ফসল চাষ করতে বলা হলে কৃষক ছাড়া বাকি সবাই অসফল হবে। তবে কি আমরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর এবং কৃষি বৈজ্ঞানিককে অজ্ঞানী বলব? অবশ্যই না। তবে কৃষককে, যে চাষ করতে পারে কিন্তু লেখাপড়া জানে না, তাকে কেন অজ্ঞানী বলব? এবং তার আয় প্রোফেসরের থেকে কম, সেটা মেনে নেব কীভাবে? যার কৃষি সম্পর্কে শুধুমাত্র জ্ঞান আছে তার আয় লক্ষ টাকা, কিন্তু যারা এই জ্ঞানকে কার্যকর করে এবং ফসল করে দেখায়, তারা সারা বছরে এত উপার্জন করতে পারে না। যারা মুখে বলে তাদের পরির্বতে যারা কাজ করে, তাদের দাবি পেশ করতে হবে।

- কৃষকের চাষের জ্ঞান তার বহুদিনের প্রশিক্ষণের পরিণাম। প্রকৃতির স্বভাব, মাটির উর্বরতা, আর্দ্রতা, জীবজন্তু, ঋতু পরিবর্তন, বিভিন্ন প্রকারের বীজ, ফসলের রক্ষণাবেক্ষণ, জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সে এই সব কাজের মাধ্যমেই শেখে। এইগুলি শিখতে তার মোটামুটি একই সময় লাগে যা পড়ার মাধ্যমে শিখতে গেলে লাগে। প্রত্যেক কৃষকের খেত এবং ঘর তার বিদ্যালয়ের সমান। কিন্তু দেশের নেতাগণ এবং শিক্ষিত সমাজ তাদের কাজকে কায়িক শ্রম বলে চিহ্নিত করে, জ্ঞানের পরিণাম বলে মনে করে না। অতএব কৃষকের উচিত নিজের প্রত্যেকটা কর্মকে জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখাবার দাবি করা এবং নিজের ঘর এবং খেতকে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে কোনো অংশে কম না মনে করবার দাবি করা।

সকলের আয় সরকারি কর্মচারীর সমান হওয়া প্রয়োজন।

- কৃষককে বীজ, ঋতু, বাজার, চাহিদা, সরকারি নীতি ইত্যাদিতে নিত্য নতুন পরিবর্তনের জন্য নিত্য নতুন গবেষণা, পরীক্ষা এবং আবিষ্কার করতে হয় এবং এইগুলি সে নিজের ঝুঁকিতে করে, অর্থাৎ এই সব গবেষণা, পরীক্ষা ইত্যাদিতে যে লাভ–ক্ষতি, সফলতা-অসফলতা হয়, সে সবের দায়িত্ব তাকেই নিতে হয়। এই সব পরীক্ষা–প্রয়োগ থেকে তার কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞানের উত্তরণ হয়। তবুও তার জ্ঞানকে গোঁড়া, অনুন্নত এবং পুরোনো মনে করা হয়। কৃষককে তার নিজের জ্ঞানকে নতুন, সমকালীন এবং জীবন্ত বলে দাবি করতে হবে।

- কৃষকের জ্ঞানের উত্তরণ প্রকৃতির লয়ের সঙ্গে হয়। কৃষকের বিদ্যা ধরিত্রী ও প্রকৃতিকে 'মা'-এর আসনে বসায়। তাদের মতে, মায়ের সেবা করলেই জীবন সমৃদ্ধ হবে। কৃষক তার প্রত্যেক কাজ করবার আগে, সেই কাজের তাৎক্ষণিক প্রভাব এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিণামগুলির বিষয়ে বিচার করে এবং তার পরেই সে সেই পথে অগ্রসর হয় যাতে তার কাজের পরিণাম ও প্রকৃতির সঙ্গে লয় নষ্ট না হয়। অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান প্রকৃতি এবং মনুষ্য সমাজ, দুটির ওপরেই আক্রমণাত্মক নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার চেষ্টা করে। এই নিয়ন্ত্রণ থেকে হিংসা ভাব জন্ম নেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানের পরিণামে চলছে প্রকৃতির ওপর অভূতপূর্ব ধ্বংসাত্মক পর্ব এবং সেই 'পর্ব'-কে 'উন্নয়ন'-এর আখ্যা দেওয়া হয়। এই মহাসংকটে লোকবিদ্যাই প্রকৃতিকে বিনাশের হাত থেকে রেহাই দিতে সমর্থ, এই দাবিই পেশ করতে হবে।

- কৃষকের বিদ্যা সামাজিক। এই বিদ্যা সমাজেই জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে এবং সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যারা এই বিদ্যার মাধ্যমে নিজের জীবিকা চালাতে চায়, তার সেটা পাওয়া, সংবর্ধিত করা, ব্যবহার করা এবং প্রসারিত করবার অধিকার আছে। এই বিদ্যা মানুষের নিজের বিদ্যা, কোনো সংস্থা অথবা রাজ্যের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। এই বিদ্যা লোকের কাছে তাদের জীবন স্রোত রূপে থাকে। এটা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না। এইভাবে লোকবিদ্যার ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং এই অধিকার কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। শুধুমাত্র বিশ্বায়ন, বাজার, নগরায়ন, স্থানান্তরকরণ, জৈবিক বীজ ইত্যাদির মতো কৃষক বিরোধী সরকারি নীতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে নয়, উপরন্তু জীবনের মৌলিক সত্যের জ্যোতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য মানুষের এই জন্মগত অধিকারের দাবি কৃষকদের করতে হবে এবং লোকবিদ্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার সমান মর্যাদা অর্জন করবার দাবি করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

- ১৯৭০ এবং ১৯৮০-র দশকে এই দেশে একটা বৃহৎ কৃষক আন্দোলন হয়, যেখানে লোকবিদ্যার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হোক, এই দাবির সূচনা হয়। এই আন্দোলনের প্রধান চাহিদা ছিল কৃষি উৎপাদনের দাম, বিদ্যুৎ এবং ঋণ সম্পর্কিত। স্বভাবতই, নিজের জ্ঞান এবং শ্রমের মূল্য দাবি করা এবং নিজের জ্ঞানের সক্ষম ব্যবহারের জন্য সম্পদের চাহিদা --- এই ছিল সেই আন্দোলনের সারমর্ম এবং এরই মাধ্যমে লোকবিদ্যাকে 'জ্ঞান'-এর মর্যাদা দেওয়ার সূচনা হয়। আজ লোকবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল কাজের জন্য সরকারি কাজের সমান স্থায়ী এবং নিয়মিত আয় এবং জাতীয় সম্পদগুলির ওপর সমান

অধিকার এবং তার জন্য বিদ্যুৎ, জল, অর্থ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো সম্পদগুলির সমান বিরতণের চাহিদা, কৃষক আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপকে পরিভাষিত করবে।

- আমাদের দেশে জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ চাষ করে এবং কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এখানে সমাজের বৃহৎ অংশ কৃষিকার্যে নিযুক্ত এবং কৃষি সম্পর্কে জ্ঞানী, কেউ এখানে আনাজের চাষ করে, কেউ সবজির, আবার কেউ ফল এবং ফুলের চাষ করে। এখানে বিভিন্ন জাতি এবং ধর্মের মানুষ আছে, আদিবাসী আছে, দলিত আছে আবার কারিগরও আছে। এরা সকলেই কৃষি সম্পর্কে জ্ঞানী এবং এরা যদি জ্ঞানের জন্য সমান মর্যাদার দাবি করে, তাহলে জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য ও অসমতা দূর হয়ে যাবে। এইজন্যই লোকবিদ্যার ভিত্তিতে স্থায়ী এবং নিয়মিত আয় এবং সরকারি কর্মচারীর সমান বেতনের দাবি প্রত্যেক কৃষক পরিবারের করা প্রয়োজন।

- এটাই গ্রামের আত্মনির্ভরশীলতার পথ --- এমন আত্মনির্ভরশীলতা যা সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে নতুন রকমের সম্বন্ধ ও সম্পর্কের পথ খুলে দেয়। বর্তমানে গ্রামের পরিচয় হল তাদের সম্পদবিহীন জীবনধারা। আজকের যুগে সর্বপ্রধান সম্পদ হল অর্থ। প্রত্যেক পরিবারে সরকারি কর্মচারীর সমান স্থায়ী আয় অদ্ভূত এক নতুন স্তরে গ্রামকে সম্পদ-সম্পন্ন করে তুলতে পারে এবং সেটা এত ভালোভাবে বিতরিত হতে পারে যে দুর্নীতির কোনো সুযোগ থাকে না। বাস্তবে এইগুলি বিভিন্ন সামাজিক এককগুলির স্বায়ত্তশাসন এবং আত্মনির্ভরশীলতার পথ।

২। কারিগর সমাজ নিজেদের জ্ঞানের দাবি এইভাবে করবে :

- বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিকদের তুলনায় কারিগরদের জ্ঞান কোনো অংশে কম নয়। নিজেদের জ্ঞান এবং কৌশলে তারা মাটি, পাথর, লোহা, তুলো, কাঁচ, কাঠ, প্ল্যাস্টিক ইত্যাদি দিয়ে জীবনের নানা প্রয়োজনীয় বস্তুর নির্মাণ করে থাকে। আধুনিক মেশিন, মোবাইল, কম্প্যুটার, নতুন প্রযুক্তি ও ব্যবস্থার (বিদ্যুৎ, জল, বাড়ি, ইন্টারনেট) নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ কারিগর করে থাকে। অতএব কারিগরদেরও লোকবিদ্যার ভিত্তিতে স্থায়ী এবং ইঞ্জিনিয়ারের সমান বেতন পাওয়া বাঞ্ছনীয়।

- যদি কোনো গ্রাম অথবা বড়ো শহরের বস্তিতে যাওয়া যায়, সেখানে বিভিন্ন বস্তুর নির্মাণকারী, বিভিন্ন ধরনের কাজ করবার কারিগর এবং কারিগর সমাজ পাওয়া যাবে। এরা সকলেই নিজের নিজের কাজে বিশেষজ্ঞ এবং দেশের জনসংখ্যার একটা বৃহৎ অংশ। কৃষক সমাজের মতোই এরা নিজেদের জ্ঞানকে বহু বছরের অভিজ্ঞতায় এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করেছে। এই মানুষগুলি বিভিন্ন পদার্থের গুণধর্ম এবং প্রকার, অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, তাদের মাধ্যমে যে পদ্ধতিগুলি কার্যকর করা যায়, সেগুলির প্রাপ্তিস্থান, তাদের কীভাবে সংশোধন করা হয়, বিভিন্ন প্রকারের শক্তি, তাদের প্রভাব, তাদের গণিত, বাজার ইত্যাদির বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান রাখে। তাঁতী বা বিদ্যুৎ মিস্ত্রি, জেলে বা মোটর মেকানিক, ধোপা বা মোবাইল মিস্ত্রি, ছুতোর বা রাজমিস্ত্রি, এরা

সকলেই জ্ঞানের অধিকারী এবং এদের কর্মস্থান এবং বাড়ি বাস্তবে তাদের বিদ্যালয় এবং প্রয়োগশালা। নিত্য নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে এরা নিজেদের জ্ঞানকে আরও উন্নত করে তোলে। কখনও-কখনও বড়ো-বড়ো ব্যবসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানীরাও এদের কাছে পরামর্শ নিয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও লোকবিদ্যাকে জ্ঞান হিসাবে পরিচিতি দেওয়া হয় না। এমতবস্থায়, কারিগর সমাজকে নিজেদের জ্ঞানের দাবি পেশ করতে হবে।

- জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ, পরিবেশ সম্পর্কিত সংকট, জলের অপরিমিত শোষণ, জঙ্গলের বেহিসাবি গাছ কাটা --- এইভাবে গত ২০০ বছর ধরে প্রকৃতির ওপর এই অত্যাচার বড়ো-বড়ো শিল্পের বিকাশের জন্য দেখা গেছে। এই সমস্যার সমাধানে কারিগরদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। কারিগর সমাজ যখন তাদের জ্ঞানের জন্য উচিত মূল্য পাবে, তাদের জীবনধারায় পরিবর্তন আসবে এবং বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের সামনে সমান মর্যাদা পেয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে, তখন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যেখানে তারা তাদের জ্ঞান, ধারণা এবং বিচার দিয়ে সমাজের এক সুষম পুনর্নির্মাণের দর্শন দেশের সমক্ষে রাখতে পারবে। এদের মধ্যে কত সি ভি রমন, হোমি ভাবা, সি এন আর রাও লুকিয়ে আছে।

- কারিগর সমাজে বিভিন্ন জাতি এবং ধর্মের মানুষ আছে, আদিবাসী এবং দলিতও আছে। তাঁতী, কুমোর, ধোপা, নাপিত, মোটর মেকানিক, মোবাইল মেকানিক ইত্যাদি সকলকে নিজের জ্ঞান সম্পর্কে বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে হবে এবং এই জ্ঞানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানের সমান মর্যাদা অর্জন করবার জন্য অভিযানের সূচনা করতে হবে। তবেই এক নিরপেক্ষ, উপযুক্ত সমাজ নির্মাণের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

৩। আদিবাসী সমাজ নিজেদের জ্ঞানের দাবি কীভাবে করবে :

- শুধুমাত্র আমাদের দেশেই নয়, সমগ্র পৃথিবীতে আদিবাসীদের সংখ্যা বৃহৎ, কিন্তু আধুনিক বিশ্বে তারা 'জংলি' নামেই পরিচিত। আদিবাসীদের জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্বের একটি বৃহৎ অংশে প্রকৃতিকে অক্ষত রাখা সম্ভব হয়েছে। আদিবাসী সমাজের সুখ, সক্রিয়তা, উদ্যোগ, প্রবেশাধিকার এবং নিয়ন্ত্রণকে উন্নত করবার ব্যবস্থা তাদের লোকবিদ্যার ভিত্তিতেই সম্ভব।

- বড়ো বড়ো এলাকায় জল, জঙ্গল, জীব এবং জমি সম্পর্কে সব থেকে বেশি জ্ঞান আদিবাসীদের থাকে। আদিবাসীদের এই জ্ঞান শিক্ষিত মানুষদের থেকে কোনো অংশে কম নয়, উপরন্তু সমাজ এবং প্রকৃতির জন্য তা অনুকূল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের জ্ঞানকে 'জ্ঞান'-এর মর্যাদা দেয় না। আদিবাসীদের নিজেদের জ্ঞানকে মর্যাদার আসনে বসাবার দাবি করবার সময় এসে গেছে।

- সংরক্ষণের মাধ্যমে আদিবাসীদের একটি ছোটো অংশের চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তথাপি প্রায় সকল আদিবাসী কৃষি এবং কারিগরি জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজেদের জীবনযাপন করে থাকে। এইভাবে তারা কৃষক এবং কারিগরদের ভ্রাতৃসম। এদের জ্ঞান প্রকৃতির লয়ে জন্ম নেয় এবং বিকশিত হয়।

এদের জ্ঞানকে অন্য প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের সমান মূল্য ও মর্যাদা দিয়ে বিশ্বের পুনর্নির্মাণের মৈত্রীপূর্ণ এবং অহিংস পথ নির্মাণ করা যাবে। এই সমাজ যাতে নিজেদের জন্য মর্যাদার অধিকার অর্জন করে তার জন্য এই সমাজকে লোকবিদ্যার ভিত্তিতে স্থায়ী এবং নিয়মিত আয় এবং সরকারি কর্মচারীর সমান বেতনের জন্য অভিযান শুরু করতে হবে।

- আমাদের দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ আদিবাসীদের থেকেই শুরু হয়। নিজেদের বিদ্যার শক্তিতেই তারা অন্যায়ের বিরোধিতা করতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশে আদিবাসী সমাজ নিজেদের পরিচয় দেওয়া শুরু করেছে এবং প্রকৃতির বিনাশকারী বিকাশের বিদ্যাকে রোধ করবার পণ নিয়েছে। এই সংঘর্ষে তাদের দৃঢ়সংকল্প হতে হবে। বিভিন্ন স্থানে আদিবাসীদের জ্ঞান পঞ্চায়েতের নির্মাণ করে নিজেদের জ্ঞানের দাবি পেশ করতে হবে।

৪। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নিজেদের জ্ঞানের দাবি এইভাবে করবে :

- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফেরিওয়ালা, ফুটপাথে জিনিস বিক্রি করে যারা, তারা কম পুঁজি এবং কম সম্পদ থাকা সত্ত্বেও উচ্চস্তরের জ্ঞানের অধিকারী। তাদের জ্ঞান কোনো ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রিধারীর থেকে কোনো অংশে কম নয়।

- এই সকল ব্যবসায়ী পাইকারি বস্তুর বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে মানুষের কাছে নিজেদের পণ্য পৌঁছে দেওয়ার কৌশল জানে। প্রশাসন, শিক্ষিত মানুষ এবং সরকারের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষ এবং তিরস্কার সহ্য করে তারা ন্যূনতম ব্যবস্থার সাহায্যে মানুষের অত্যাবশ্যক বস্তুগুলি তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সর্বদা তৎপর থাকে।

- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি এবং ধর্মের মানুষ থাকে। এদের মধ্যে এক অংশ কৃষক এবং কারিগর, যারা বাস্তুচ্যুত এবং নিজেদের সংস্থান হারিয়ে শহরে পাইকারি ব্যবসা করে জীবনধারণ করতে বাধ্য হয়েছে।

- যদি সরকারি নীতি ক্রমাগত এদের দারিদ্রের দিকে ঠেলে না দিত তাহলে নিজেদের জ্ঞান এবং দক্ষতার জোরে তারা বহুজাতিক সংস্থাগুলির মোটা বেতনের ব্যবস্থাপকদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলক স্থানে থাকত। সরকার আজ বৃহৎ পুঁজিবাদীদের পক্ষে বাজার-নীতি গঠন করছে এবং ক্ষুদ্র বাজারও যাতে তাদেরই নিয়ন্ত্রণে থাকে, সেই ব্যবস্থা করছে। এই নীতির মোকাবিলা তখনই করা যাবে, যখন সকল ব্যবসায়ী সংগঠিত হয়ে নিজেদের জ্ঞানের মর্যাদার দাবি পেশ করবে। সম্পূর্ণ অর্থব্যবস্থাকে একটা ন্যায়সঙ্গত ভিত্তিতে নিয়ে আসার দাবি তারা রাখবে। লোকবিদ্যা-সমাজের ঘরে–ঘরে সুখ সমৃদ্ধি আনবার দাবি তারা করবে।

- বর্তমানে বাজার দুই ধরনের --- এক, যেখানে মানুষকে লুটে নেওয়া হয়; দুই, যে বাজার সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য রয়েছে। এই দ্বিতীয় প্রকারের বাজার লোকবিদ্যা-সমাজের লোকেদের জন্য

এবং তাদের দ্বারা চালানো হয়। এইগুলিকে লোকবিদ্যা–বাজার বলা যেতে পারে। লোকবিদ্যা–বাজার সকলের জন্য সুখ এবং সমৃদ্ধির এক মহত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী মাধ্যম।

- বিশ্বব্যাপী শোষণকে রোধ করতে লোকবিদ্যা বাজারের একটা বড়ো ভূমিকা আছে। লোকবিদ্যা–বাজারের জ্ঞানের আধার পৃথক ধরনের। এই জ্ঞানের শক্তিতে এমন এক সমাজের সম্ভাবনা অন্তর্নিহিত যেখানে কৃষক এবং কারিগরদের স্থিতি অন্য শিক্ষিত মানুষদের সমান হবে। এই শক্তির সংরক্ষণ এবং উন্নতি তখনই হবে যখন এর কর্মকর্তাদের অবশ্যই একটা স্থায়ী মাসিক আয় থাকবে, যার পরিমাপ সরকারি কর্মচারীদের সমান হবে।

- লোকবিদ্যা–বাজার লোকবিদ্যা-সমাজের লোকেদের মিলন-স্থল। এই বাজারে কৃষক, কারিগর, শিল্পী, আদিবাসী, মহিলা, সেবাকর্মী সকলেই যায় এবং নিজেদের জ্ঞান এবং উৎপাদনের আদান-প্রদান করে থাকে। এই লোকবিদ্যা-বাজার যে লোকবিদ্যা-সমাজের একতাবদ্ধ হওয়ার স্থান, এই দাবি করার ব্যাপারে ব্যবসায়ীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৫। মহিলারা নিজেদের জ্ঞানের দাবি কীভাবে করবে :

- মহিলারা লোকবিদ্যা সমাজের উপদেষ্টা। সব মহিলাদের বাচ্চা মানুষ করা, দেখভাল করা, মানুষের মৌলিক সংবেদনগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করার জ্ঞান, ক্ষমতা এবং বোধ আছে। মহিলাদের জ্ঞানকে কোনো সভ্যতা আজ পর্যন্ত অস্বীকার করেনি, উপরন্তু তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে। আধুনিক যুগ যদিও মহিলাদের জ্ঞানকে মূল্যহীন এবং গুরুত্বহীন প্রমাণ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিছু সংখ্যক মহিলাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক এবং উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক হওয়ার কারণে বহুসংখ্যক মহিলাদের জ্ঞানকে তিরস্কৃত করা হয়। এই তিরস্কারের বিরোধ মহিলাদেরই করতে হবে এবং তার জন্য তাদের নিজেদের জ্ঞানের দাবি রাখতে হবে।

- কৃষক, কারিগর এবং আদিবাসী সমাজের মহিলারা এই উদ্যোগে এমন কাজ করছে যে সেটাকে তাদেরই জ্ঞানের ক্ষেত্র মানা হয়। এইগুলি এবং নিজস্ব নৈসর্গিক জ্ঞানের বাইরে তারা নিজেদের সমাজের জ্ঞানকে সংহত করে, সংশোধিত করে পরের প্রজন্মে সঞ্চারিত করে। সরকারি নীতির কারণে কৃষক এবং কারিগরদের অনেকগুলি উদ্যোগ বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। এর পরিণামে স্ত্রীদের জ্ঞান এবং যোগ্যতা সংকুচিত হয়ে গেছে। স্ত্রীরাও মানুষ, ব্যক্তি বিশেষ, এটা প্রমাণিত করবার জন্য মহিলাদের নিজেদের জ্ঞান এবং লোকবিদ্যার দাবি সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে হবে। সাধারণ মহিলাদের জ্ঞানের যোগদানের ব্যাপকতা এবং শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করতে হবে।

- সাধারণ মহিলারা পারিবারিক দায়িত্ব ছাড়াও স্বাস্থ্য, খাদ্য ও বস্ত্র নির্মাণের জ্ঞান এবং দক্ষতা রাখে। প্রত্যেক বাড়িকে একটা প্রয়োগশালা, গবেষণাগার এবং বিদ্যালয় বলা যায়। তা সত্ত্বেও বর্তমান

সরকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং বস্ত্রের ক্ষেত্রগুলি বড়ো কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দিচ্ছে। মহিলাদের জ্ঞান সম্পর্কিত কাজগুলিকে তাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ক্ষেত্রগুলি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা উচিত এবং এই কাজগুলির জন্য তাদের স্থায়ী এবং নিয়মিত আয়ের দাবি পেশ করা উচিত।

- মহিলাদের আর্থিক এবং সামাজিক সুরক্ষা যতদিন না তাদের জ্ঞান ভিত্তিক হচ্ছে, ততদিন সমাজে মহিলাদের সমান মর্যাদার মূল্য এবং পরিবেশ স্থাপন করা সম্ভব নয়।

৬। লোকবিদ্যা সমাজের অন্য শ্রেণীর মানুষেরা তাদের দাবি এইভাবে পেশ করবে :

- শ্রমিকদের একটা বড়ো সংখ্যা আমাদের দেশে আছে। দৈনিক মজুর গ্রামে এবং শহরে সর্বত্র পাওয়া যায়। এটা জানা আবশ্যক যে শ্রমিক নামক শ্রেণী শিল্প যুগের একটা সংযোজন। কৃষক এবং কারিগরের যুগের অবসান ঘটিয়ে শ্রমিক যুগের সূচনা হয়। তাদের জ্ঞান থেকে জোর করে তাদের বেদখল করে শ্রমিক তৈরি করা হয় এবং তাদের অজ্ঞানীর আখ্যা দেওয়া হয়। পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থার প্রভুত্বের জন্য পৈতৃক ব্যবসা এবং কাজগুলিতেও শ্রমের ভিত্তিতে উৎপাদন করা হয়। এমনকী আজও কৃষি ও শিল্পে (পৈতৃক এবং আধুনিক উভয় ক্ষেত্রেই) নিযুক্ত সমস্ত মানুষ বাস্তবে কৃষক বা কারিগরের বিদ্যায় জ্ঞানী। শ্রমিক সংগঠনগুলির নিজেদের শ্রমিক বলা বন্ধ করে নিজেদের জ্ঞানী সমাজের একজন বলে মনে করা উচিত। তাদের নিজেদের জ্ঞান ভিত্তিক জীবিকার অধিকার এবং সরকারি কর্মচারীর সমান আয়ের দাবি করা প্রয়োজন।

- আজ এমন অনেক যুবক যুবতী আছে যারা মজুরির জন্য নিজেদের জাতিগত এবং পৈতৃক ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। এই সব যুবকেরা নিজেদের জীবিকা অর্জনের জন্য যে কাজগুলি করে তার জন্য স্থায়ী এবং নিয়মিত আয়ের দাবি করতে পারে। যে জ্ঞান তারা অর্জন করেছে তার ভিত্তিতেই যেন তারা নিজেদের জীবিকা উপার্জন করে এবং সেই কাজের জন্য সরকার যেন তাদের পক্ষপাত না করে উচিত পারিশ্রমিক প্রদান করে।

- প্রত্যন্ত গ্রাম-গঞ্জ এবং নিবিড় জঙ্গলেই নয়, উপরন্তু শহরের বস্তিগুলিতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা অন্য মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ করে। এই সকল স্থানে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এখনও হয়নি অথবা হলেও এমন অবস্থায় রয়েছে যে সেগুলি কার্যকর নয়। বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় খরচের মাত্রা বেশি। সে ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক মানুষ আজও স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর নির্ভরশীল। এই সব স্বাস্থ্যকর্মীদের কলেজের জ্ঞান নেই, তারা সমাজ থেকে জ্ঞান লাভ করেছে। এরা প্রাকৃতিক, আয়ুর্বেদিক এবং য়ুনানী চিকিৎসায় জ্ঞানী, সমাজে এদের জ্ঞান এবং গুণের মূল্য আছে, যদিও সরকারি নীতি অনুযায়ী এদের জ্ঞানের কোনো দাম নেই। তাই এদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। যদিও সমাজে এদের সেবার প্রয়োজন এবং সরকারের উচিত এদের সাহায্য করা। এদের জীবিকার ভিত্তি এদের জ্ঞান, যার উচিত মূল্য দাবি করা আবশ্যক।

- শিল্পীরা হল সমাজের সংবেদনশীল এবং সক্রিয় অংশ। সমাজে বিভিন্ন ধরনের শিল্পে দক্ষ সম্প্রদায় এবং কলাকুশলীরা রয়েছে, যারা সমাজের বিভিন্ন উৎসব এবং উপলক্ষে তাদের শিল্পের মাধ্যমে জীবনের দর্শন ও মূল্যের নবীকরণ করে থাকে। তারা সমাজে ছড়িয়ে থাকা ভণ্ডামিগুলির ওপর আলোকপাত করে এবং সমাজে মানবিক চেতনাকে উজ্জীবিত করে। গায়ক, বাদক, নর্তক, কথক, নাট্যকার, অভিনেতা, চিত্রকার, সিনেমার অভিনেতা --- প্রত্যেকের নিজস্ব একটা সম্প্রদায় রয়েছে। নিজেদের শিল্পক্ষেত্রে সভ্যতা এবং সংস্কৃতি নির্মাণে এরা প্রধান অনুঘটকের কাজ করে থাকে। এদের মধ্যে লোকবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল বহুসংখ্যক শিল্পী আছে, যাদের আজকের যুগে ঠকানো হয়ে থাকে। লোকশিল্পকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু লোকশিল্পীদের সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থার দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে না। সরকারের মতে, এদের ব্যাপারে সরকারের কোনো দায়িত্ব নেই। এই সকল শিল্পীদের নিজেদের জ্ঞানের দাবি পেশ করা উচিত এবং তার জন্য স্থায়ী এবং নিয়মিত আয়ের চাহিদা জানানো দরকার।

*

জ্ঞান পঞ্চায়েত

- বর্তমানে লোকবিদ্যা-সমাজের জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনার কোনো স্থান নেই। এমতবস্থায় লোকবিদ্যার দাবি কোন স্থান থেকে রাখা হবে? এমন এক স্থান নির্দিষ্ট করতে হবে যেখানে কৃষক, কারিগর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহিলা এবং আদিবাসীরা কোনোরকমের সংকোচ ছাড়া নিজেদের জ্ঞানের পক্ষে তাদের বক্তব্য রাখতে পারে। যেখানে লোকবিদ্যার জ্ঞানীকে বাস্তবে জ্ঞানী মনে করা হয় এবং তাদের জ্ঞান এবং শিক্ষকদের জ্ঞানের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করা হয় না --- জ্ঞান পঞ্চায়েত সেই স্থানকেই বলা হয়।
- লোকবিদ্যা আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল জ্ঞান পঞ্চায়েত। জ্ঞান পঞ্চায়েত জ্ঞান চর্চা এবং জ্ঞান বিষয়ক প্রশ্নের সামাজিক সিদ্ধান্ত গঠন করবার একটা স্থান। পাঁচটা খুঁটির একটা কুঁড়েঘরকে জ্ঞান পঞ্চায়েতের প্রতীক রূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কুঁড়েঘরের পাঁচটা খুঁটি লোকবিদ্যা-সমাজের প্রধান পাঁচটা অংশের প্রতীক, তারা হল --- কৃষক, কারিগর, আদিবাসী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং মহিলা। জ্ঞান পঞ্চায়েতকে লোকবিদ্যা সমাজের একতা এবং তার জ্ঞানের জীবন্ত স্থান রূপে গণ্য করা হয়।
- এই জ্ঞান পঞ্চায়েত থেকে লোকবিদ্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার সমান মর্যাদা পাওয়ার দাবি রাখা হয়। কৃষক, আদিবাসী, মহিলা, কারিগর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যুবক, শিল্পী, সামাজিক কর্মকর্তা সকলেই এখানে একত্রিত হয়ে নিজেদের জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার সমান মর্যাদা পাওয়ার দাবি রাখে। গ্রামে, শহরে এই রকমের কয়েকটা জ্ঞান পঞ্চায়েতের আয়োজন করা হয়েছিল। কয়েকটা বড়ো জ্ঞান পঞ্চায়েতের আয়োজন বারাণসী, দ্বারভাঙ্গা, সিংরৌলী, ইন্দোর, মুলতাই, নাগপুর এবং হায়দ্রাবাদে করা হয়েছিল, যার কয়েকটি ছবি এই পুস্তিকাতে ছাপা হয়েছে।

গ্রামে গঞ্জে, বস্তিতে এবং পাড়ায়–পাড়ায় জ্ঞান পঞ্চায়েত বসিয়ে বলতে হবে :

- লোকবিদ্যার ভিত্তিতে জীবিকা অর্জন করা মানুষের জন্মগত অধিকার। সরকারি নীতিগুলির দ্বারা 'উন্নয়ন'-এর নামে তাদের এই অধিকার কেড়ে নেওয়া বন্ধ করতে হবে।
- যে যা কাজ পারে সেই ভিত্তিতে স্থায়ী এবং নিয়মিত সরকারি কর্মচারীর সমান আয়ের ব্যবস্থা হতে হবে।

*

পরিবর্তনের নব দর্শন

লোকবিদ্যা-সমাজের উন্নয়নের পথের এক প্রধান উদ্দেশ্য হল, লোকবিদ্যা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার মধ্যে সমান এবং মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির লোকবিদ্যা সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গী, লোকবিদ্যা-সমাজের প্রতি সরকারেরও সেই একই দৃষ্টিভঙ্গী। এবং এটা তিরস্কারের দৃষ্টিভঙ্গী। লোকবিদ্যা-সমাজকে নিজের জ্ঞানের দর্শন এবং সমাজের শক্তির জোরে এই স্থিতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। পরিবর্তনের নব দর্শনের অর্থ এটাই।

সকল কারিগর, কৃষক এবং আদিবাসী সমাজের নেতার কথা তাদের সমাজের মানুষেরা শোনে, কিন্তু সরকার শোনে না বা আধুনিক শিক্ষাসংস্থানগুলিও শোনে না। এই সমাজ নিজেদের সামাজিক পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নিজেদের সমস্যার সমাধান করে। কিন্তু কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের নীতি অথবা কার্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এদের সঙ্গে পরামর্শ করে না। লোকবিদ্যা দর্শনের অর্থ হল, সমাজ নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজে করবে এবং তার জন্য তাদের জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত কোনো জ্ঞানের সমান মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়াও তাদের কাছে প্রয়োজনীয় সম্পদগুলি থাকা আবশ্যক। সম্ভবত এমন কোনো সামাজিক সমস্যা নেই যার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় অথবা অনেক টাকার প্রয়োজন হয়।

বিশ্বে পরিবর্তনের নব দৃষ্টিভঙ্গীর উদয়

২০ বছর পূর্বে বিশ্বের সরকারগুলি একত্রিত হয়ে একটা বিশ্ব বাণিজ্য সংগঠনের নির্মাণ করে এবং সব দেশগুলিতে বেসরকারিকরণ, উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের নীতি গ্রহণ করা হয়, যার পরিণামে লোকবিদ্যা-সমাজ আবার নতুন করে উৎপীড়ন এবং শোষণের শিকার হয়। কৃষক, আদিবাসী, মহিলা, কারিগর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং সমাজসেবক সকলকেই এমন এক বাজারের মুখোমুখি হতে হয় যেখানে তাদের ঠকানো হয়। সেই সময় পরিবর্তনের দর্শন এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে অসফল হয়। এছাড়া চালু ব্যবস্থা এবং টাকার সামনে মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে। লোকবিদ্যা সমাজের মানুষেরা নিজেদের রক্ষার্থে সংঘর্ষ করে, কিন্তু পরিবর্তনের কর্মকর্তারা এমন কোনো দর্শনের উল্লেখ করতে পারেনি যা সমাজের মনে আশার আলো জাগিয়ে তোলে এবং তাদের সংঘর্ষের পরিণামে কোনো একতা তৈরি হয়। লোকবিদ্যার দর্শন এই প্রয়োজনকে মেটাবার একটি উদ্যোগ মাত্র।

সকলের আয় সরকারি কর্মচারীর সমান হওয়া প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের কয়েকটি দেশে সেখানকার সংস্কৃতি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তনের নব দর্শনের সূচনা করা হয়। বিভিন্ন রকমের নতুন ধারণার উদয় হয় যেগুলি আমাদের সকলের জানা প্রয়োজন।

- সুদুর পশ্চিমে বলিভিয়া এবং ইকুয়েডর নামক দেশের আদিবাসী-বহুল সমাজ 'ধরিত্রী মাতা'র দর্শনকে নিজেদের রাষ্ট্রের পূনর্নির্মাণের আধার রূপে গ্রহণ করেছে। এই ভিত্তির ওপর তারা নিজেদের সংবিধানের রচনা করেছে এবং নতুনভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেছে। প্রকৃতি এবং ধরিত্রীর অধিকারের এই বক্তব্য এক প্রকারের পঞ্চতত্ত্বের দর্শন। ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি এবং আকাশের দার্শনিক সত্বার বর্তমান অভিব্যক্তি।

- ভায়া–কম্পেসিনা নামের কৃষক ও কৃষি মজুরদের এক আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং আন্দোলন আছে। এখানে খাদ্য স্বয়ম্ভরতার এক নতুন ধারণার সূচনা হয়। খাদ্য সুরক্ষার নাম করে সমগ্র বিশ্বের সরকারগুলি খাদ্য ক্ষেত্রটাকে পুঁজিবাদী ঠিকাদারদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের দরিদ্র মানুষের খাদ্যের দায়িত্ব দিয়েছে। খাদ্যের এই দায়িত্বটির নীতি এবং কার্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রামীণ সমাজের হাতে থাকা উচিত এবং তার জন্য স্থানীয় সম্পদের ওপর তাদের প্রভূত্ব হওয়া বাঞ্ছনীয় --- এটাই খাদ্য স্বয়ম্ভরতার ধারণা।

- গত কয়েক বছর ধরে ইউরোপ, আমেরিকা এবং কানাডার কলেজের ছাত্ররা শিক্ষাক্ষেত্রে বহুজাতিক নিগমের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। তাদের চাহিদা হল মুক্ত জ্ঞানের, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমিত হবে না। তারা মৃত বনাম জীবিত জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে। তাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত জ্ঞান প্রদান করা হয়, কিন্তু তারা জীবন্ত জ্ঞানের প্রচার করে থাকে।

- ভারতের কৃষক আন্দোলন এবং জল-জঙ্গল-জমির জন আন্দোলন লোকবিদ্যা দর্শনের মাধ্যমে লোকবিদ্যা জন আন্দোলনে নিজেদের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রয়াস করছে।

- লোকবিদ্যা-সমাজকে কবীর এবং গাঁধীকে অনুসরণ করবার মতো বিচারবুদ্ধির অধিকারী হতে হবে। উচ্চশিক্ষা থেকে একটি নতুন ব্রাহ্মণ্যবাদ জন্ম নিয়েছে। এটাও জন্মের ওপরেই নির্ভরশীল। লোকবিদ্যা-সমাজের বাচ্চারা উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেতে পারে না এবং আধুনিক জ্ঞানের জগৎ থেকে বঞ্চিত থাকে। যে জ্ঞানের সম্পর্ক প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে, যা সমাজের কিছু মুষ্টিমেয় মানুষই অর্জন করতে পারে, সেটাও জন্মের শর্তে, একেই ব্রাহ্মণ্যবাদের নাম দেওয়া হয়। এই মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে দম্ভ আছে এবং তারা নিজেদের অন্যদের থেকে পৃথক এবং বিশেষ মনে করে এবং অন্যদের জ্ঞানকে হেয় দৃষ্টিতে দেখে। এই কথা বলাটাও ভুল হবে না যে উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের সম্প্রদায় ছাড়া অন্য মানুষদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রাখতে চায় না। তাদের খাওয়া, থাকা এবং মনোরঞ্জনের স্থানগুলিও অন্যদের থেকে পৃথক। লোকবিদ্যাকে দমন করবার জন্য নতুন ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং পুরোনো ব্রাহ্মণ্যবাদের

মধ্যে বিস্তৃত এবং কঠোর চুক্তি হয়েছে। উচ্চশিক্ষিত এবং রাজা বা জমিদারদের মধ্যে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক দেখা যায়। দুই শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে সামাজিক মূল্যের এখন কোনো পার্থক্য পাওয়া যাবে না। বর্তমানের পরিবর্তনের দর্শনকে এদের যুগ্ম শক্তি দিয়ে বিরোধ করবার তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করতে হবে। লোকবিদ্যার দর্শন এটাই করবার চেষ্টা করে। গাঁধী এবং কবীরকে একসঙ্গে নিয়ে আসবার প্রয়োজন এই যে নতুন এবং পুরোনো ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে এক সঙ্গে দাঁড়াতে হবে।

*

লোকবিদ্যার দুই দশক

লোকবিদ্যার নামে আলোচনা এবং কাজ ১৯৯৫ সালে শুরু হয়। লোকবিদ্যার নামে প্রথম বৃহৎ সার্বজনীন কাজ 'লোকবিদ্যা মহাধিবেশন' নভেম্বর ১৯৯৮–এ বারাণসীতে হয়। লোকবিদ্যা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই মহাধিবেশনে লোকবিদ্যা এবং সমাজ সম্পর্কিত সব বিষয়ের বার্তার জন্য সমগ্র দেশ থেকে প্রায় ১৫০০ মানুষ পাঁচ দিন ধরে এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে। কৃষক, কারিগর এবং মহিলাদের সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের দাবি পেশ করা হয়। পরবর্তী বছরগুলিতে 'লোকবিদ্যা–সংবাদ' প্রকাশিত হবার সঙ্গে লোকবিদ্যা প্রতিষ্ঠা অভিযান চলতে থাকে। এরপর ২০০৫–এ বারাণসীতে বিদ্যা আশ্রম নির্মাণ হয়। বিদ্যা আশ্রমের নির্মাণ এবং লোকবিদ্যার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি কৃষক আন্দোলনে প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল। যে সম্প্রদায় এই কাজ করেছে সেটা ১৯৮০ থেকেই কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এবং তারা কারিগর, আদিবাসী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং মহিলাদের সংঘর্ষ এবং সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

বিদ্যা আশ্রম স্থাপন এই পরিচিতিতে হয়েছে যে তথ্য-ব্যবস্থা এবং ইন্টারনেটের কারণে জ্ঞানের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এই আলোড়নে বিজ্ঞানকে তার শীর্ষ স্থান থেকে স্থানচ্যুত করা হয়েছে। এই যুগকে

চিহ্নিত করা হয়েছে এমন এক যুগ হিসাবে যেখানে কোনো জ্ঞানকে 'জ্ঞান' রূপে পরিচিতি পেতে হলে বিজ্ঞানের মাপদণ্ডে মাপার প্রয়োজন হবে না, যেমনটা ১৯৯০-এর পূর্বে শিল্প যুগে প্রচলিত ছিল। এই অবস্থায় লোকবিদ্যা গোষ্ঠী এই বার্তা পৌঁছে দেয় যে লোকবিদ্যাকে নিজের জ্ঞানের দাবি পেশ করা এবং তার যথাযথ মর্যাদা অর্জন করবার ঐতিহাসিক সুযোগ এসেছে। বিদ্যা আশ্রম প্রথম থেকেই সমাজে জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে প্রকাশনের মাধ্যমে এবং লোকবিদ্যাধর সমাজের লড়াইয়ে যোগদান করে লোকবিদ্যার দাবি পেশ করবার সূচনা করে। ক্রমানুসারে আগারিয়া বিদ্যা, নারী বিদ্যা, স্থানীয় বাজার অভিযান, ভাইচারা বিদ্যালয়, কারিগর সমাজ, কৃষক পীঠ, জ্ঞান মুক্তি মঞ্চ, লোকবিদ্যা পঞ্চায়েত, জ্ঞান পঞ্চায়েতের মতো উদ্যোগগুলির মাধ্যমে লোকবিদ্যা জন আন্দোলন পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে।

লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক অধিবেশন বারাণসীতে বিদ্যা আশ্রম পরিসরে ১২-১৪ নভেম্বর ২০১১-তে অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বিহারে দ্বারভাঙ্গা *(*মার্চ–এপ্রিল ২০১২*)*, অন্ধ্রপ্রদেশ *(*বিজয়ওয়াড়া, মে ২০১২*)*, মধ্যপ্রদেশের সিংরৌলী *(* সেপ্টেম্বর ২০১২*)* এবং ইন্দোর-এ *(*জানুয়ারি ২০১৩*)* আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেবাগ্রামে মার্চ ২০১২–তে এবং মুম্বাইয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৩–তে সক্রিয় কর্মকর্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্যায়ে জ্ঞান আন্দোলনের অধীনে লোকবিদ্যা সমন্বয় সমূহ, লোকবিদ্যা পুনর্মিলন, লোকবিদ্যা সৎসঙ্গ, লোকবিদ্যা তানা বানা, লোকবিদ্যা ভাইচারা বিদ্যালয়, লোকবিদ্যা প্রপঞ্চম, লোকবিদ্যা স্বাধিকার সংঘটনা, লোকবিদ্যা আশ্রম এবং লোকবিদ্যা উইকি-র নামে ধারণা এবং কার্যক্রমের নির্মাণ হয়েছে।

জানুয়ারি ২০১৪-তে মুলতাই, মধ্যপ্রদেশে অনুষ্ঠিত জন আন্দোলনের অধিবেশনে জন সংঘর্ষ সম্পর্কিত জ্ঞানের দৃষ্টি রাখবার আগ্রহ করা হয় এবং এই প্রস্তাব রাখা হয় যে শুধুমাত্র লোকবিদ্যার মাধ্যমে জন সংঘর্ষগুলির মধ্যে ঐক্য কল্পনা করা যায়। সমগ্র দেশ থেকে আগত সামাজিক কর্মকর্তাদের দুদিনের এই অধিবেশনের পরিণাম মুলতাই ঘোষণাপত্র রূপে এই পুস্তিকাতে প্রকাশিত হয়। গ্রামে, শহরে লোকবিদ্যা যাত্রা এবং বৈঠকের মাধ্যমে এই ঘোষণাপত্রের বিষয়গুলি বিস্তার করা হয়। এই ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে মার্চ–এপ্রিল ২০১৪-তে বারাণসী এবং তার কাছাকাছি জেলাগুলিতে কৃষক-কারিগর পঞ্চায়েতের আয়োজন করা হয় এবং মালওয়াতে জ্ঞান পঞ্চায়েতের আয়োজন করা হয়। সম্প্রতি নাগপুরে ২৮-২৯ জুন ২০১৪-তে দু-দিনের সম্মেলনে কৃষক সংগঠন, কারিগর সংগঠন, দলিত সংগঠন, লোকবিদ্যা জন আন্দোলন এবং সামাজিক কর্মকর্তাদের প্রায় ১০০ জনের অংশীদারীতে মুলতাই ঘোষণাপত্র-এর সিদ্ধান্তগুলির ওপর সর্বসম্মতিতে সকলের জন্য স্থায়ী নিয়মিত আয় এবং সরকারি কর্মচারীর সমান বেতনের বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

*

লোকবিদ্যা জন আন্দোলন
মুলতাই (মধ্য প্রদেশ) সম্মেলনের ঘোষণা
জানুয়ারি ২০১৪

লোকবিদ্যা জন আন্দোলন সেইসব মানুষের জ্ঞান আন্দোলন যারা নিজেদের জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজেদের জীবন এবং সমাজ চালায়। কৃষক, কারিগর, যারা বিভিন্ন প্রকারের সেবার কাজ করে, মেরামতির কাজ করে, জেলে, নির্মাণ-শ্রমিক, মহিলা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যারা কোনোদিন স্কুলে যায়নি অথবা দশ বা বারো শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পেরেছে তারপর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে --- এরা নিজেদের জ্ঞান নিজেদের বাড়িতে, সমাজে, নিজেদের কর্মস্থলে নিজেদের অভিজ্ঞতা, প্রয়োগ এবং আলোচনার ভিত্তিতে অর্জন করে। এদের জ্ঞানকে লোকবিদ্যা বলা হয় এবং এই সকলকে মিলিয়ে লোকবিদ্যাধর সমাজের গঠন হয়। এই দেশের সরকার এবং সব সুবিধাগুলি কেবলমাত্র শিক্ষিতদের জন্য। লোকবিদ্যাধর সমাজের জন্য সরকার কিছু করে না। উপরন্তু বড়ো পুঁজিপতি এবং কোম্পানীদের সঙ্গে মিলে এদের শোষণ এবং বাস্তুচ্যুত করবার ব্যবস্থা করে। যেদিকেই দেখা যায় এরা নিজেদের জীবন এবং সম্পদের সুরক্ষার জন্য সংঘর্ষ করছে, সেখানে সরকার পুলিশ প্রশাসনের সাহায্যে এদের দমন করবার চেষ্টা করছে।

লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের এই মুলতাই সম্মেলন, সংঘর্ষরত জনতা এবং তাদের সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় এবং ঐক্য আনবার একটি প্রয়াস।

মুলতাই কৃষক সংঘর্ষে (১২ জানুয়ারি ১৯৯৮) শহিদ কৃষকদের স্মৃতি উপলক্ষে এই বিষয় আলোচনা করা হয়েছে যে কৃষকদের কাছে কোন শক্তি আছে যার জোরে লোকবিদ্যাধর সমাজের মধ্যে ঐক্যের বার্তা নিয়ে যাওয়া যায়। এই জোর বাস্তবে তাদের জ্ঞানের জোর যাকে সরকার, প্রশাসন ও পুঁজিপতিরা শিক্ষিত মানুষদের সাহায্যে অস্বীকার করে তাদের দমন করে রেখেছে। সকলেই উন্নয়নের কথা বলে থাকে, সেই উন্নয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে সম্ভব এবং যার জন্য লোকবিদ্যার জ্ঞানে শিক্ষিত মানুষেরা হাহাকার করছে। যতদিন না আমরা আমাদের জ্ঞানের দাবি রাখছি ততদিন আমাদের সুখের পথ খুলবে না। আমাদের জ্ঞানেই আমাদের ঐক্য এবং সুখের সূত্র আছে।

লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের ঘোষণা

- লোকবিদ্যার জোরে বাঁচা মানুষের জন্মগত অধিকার। সুতরাং বাস্তুচ্যুত করা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হোক এবং কৃষক, কারিগর এবং আদিবাসীদের উৎপাদন ন্যায্য মূল্যে বিক্রি হোক।
- জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাগ কখনোই স্বীকার্য নয়। লোকবিদ্যারও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান মর্যাদা প্রাপ্য। প্রথম স্তরে লোকবিদ্যার ভিত্তিতে কর্মে রত মানুষগুলির স্থায়ী ও নিয়মিত আয়ের প্রাপ্তি হোক এবং সেই আয় সরকারি কর্মচারীর সমান হোক।

সকলের আয় সরকারি কর্মচারীর সমান হওয়া প্রয়োজন।

- জাতীয় সম্পগুলির সমান বিতরণ হোক। বিদ্যুৎ, জল, শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থ --- এই সব কিছুই সবার জন্য সমান হোক।
- স্থানীয় ব্যবস্থার ওপর স্থানীয় সমাজের নিয়ন্ত্রণ হোক। এর জন্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ওপর স্থানীয় উদ্যোগ এবং স্থানীয় বাজারে বড়ো পুঁজিপতিদের প্রবেশ নিষেধ করা উচিত।
- প্রত্যেক গ্রামে মিডিয়া স্কুল হোক যেখানে গ্রামীণ যুবকদের তাদের নিজেদের কথা বলতে শেখানো হোক এবং কীভাবে, কাকে বলতে হবে, দাবি কার কাছে রাখতে হবে তাও শেখানো হোক। এদের শেখানো হোক, এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে সমান এবং সুখের জীবন যাপন করবার জন্য কী রকম পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে।

*

লোকবিদ্যা সাহিত্য সূচি

১৯৯৮–২০১৪

লোকবিদ্যার ধারণা কয়েকটি প্রকাশনার মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত যে সব প্রকাশনা হয়েছে সেগুলির সূচি নিচে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রকাশনাগুলি বিদ্যা আশ্রমে পাওয়া যাবে।

হিন্দি

- লোকবিদ্যা বিচার *(*পুস্তক*)*
- রামাধার গিরি *:* লোকহিত কে প্রহরী *(*পুস্তক*)*
- লোকবিদ্যা সম্বাদ *: (*পত্রিকা*),* মোট ১৬ সংখ্যার, বিশেষ সংখ্যা *---* কারিগর, কৃষক, নারী, স্থানীয় বাজার, তথ্যপ্রযুক্তি যুগে সমাজে জ্ঞানের ওপর আলোচনা, সাহিত্য বিদ্যা।
- লোকবিদ্যা পঞ্চায়েত *: (*পত্রিকা*),* মোট ১৭ সংখ্যা।
- কারিগর নজরিয়া *:* সংবাদপত্র
- লোকবিদ্যা প্রপঞ্চম *: (*তেলেগু সংবাদপত্র*)*
- জ্ঞান কী রাজনীতি পুস্তকমালা *:* মোট ৫টি পুস্তিকা *---* বৌদ্ধিক সত্যাগ্রহ, লোকেদের মঙ্গলের রাজনীতি এবং জ্ঞানের প্রশ্ন, জ্ঞান মুক্তি আবাহন, যুব জ্ঞান শিবির এবং লোকবিদ্যা।
- লোকবিদ্যা জন আন্দোলন পুস্তকমালা *:* মোট ৯টি পুস্তিকা *---* বিস্থাপন রোকো, বাজার মোড়ো-লোকবিদ্যা বাজার বনাও, স্মারিকা, লোকবিদ্যা জন আন্দোলন প্রথম অধিবেশন ২০১১, লোকবিদ্যা সৎসঙ্গ, লোকবিদ্যা জন আন্দোলন কা বিহার সমাগম ২০১২, লোকবিদ্যা জন আন্দোলন কা মধ্যপ্রদেশ প্রান্তীয় অধিবেশন ২০১২, লোকবিদ্যা জন আন্দোলন মালওয়া আউর নিমাড মে বঢতে কদম, জন সংঘর্ষ আউর লোকবিদ্যাধর সমাজ কী একতা, সভী কী আয় পক্কী আউর নিয়মিত হো আউর আয় সরকারি কর্মচারী কে বরাবর হো।

ইংরেজি

- Gandhi's Challenge to Modern Science (Book)
- Lokavidya, Internet and the Future of the University (Book, forthcoming)
- Bulletins: Dialogues on Knowledge in Society – (Four Bulletins) Knowledge in Society, Virtuality and Knowledge in Society, Knowledge Satyagraha, Radical Politics and the Knowledge Question

বিদ্যা আশ্রমের ওয়েব সাইট হল **www.vidyaashram.org** এই ওয়েবসাইটে আশ্রমের কিছু সদস্যের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের ব্লগ **www.lokavidyajanandolan.blogspot.com** এখানে মাঝে মাঝে বিভিন্ন কাজকর্মের কথা দেওয়া

সকলের আয় সরকারি কর্মচারীর সমান হওয়া প্রয়োজন।

হয়। লোকবিদ্যা উইকি **www.LokavidyaWiki** তে লোকেদের মতামত/শব্দাবলীর বিভিন্ন শব্দ/ধারণাগুলির অর্থ সংক্ষেপে দেওয়া আছে।

লোকবিদ্যা জন আন্দোলন প্রথম অধিবেশনের হায়দ্রাবাদ প্রস্তুতি বৈঠক, ফেব্রুয়ারি ২০১১-তে জে কে সুরেশ তাঁর বক্তব্য রাখছেন।

দিলীপ কুমার ‘দিলী’ লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের উদ্‌ঘাটন অধিবেশনের সঞ্চালনা করছেন। মঞ্চে রয়েছেন বাঁদিক থেকে মোহন রাও, অবধেশ কুমার, জে কে সুরেশ, বাবুলাল মানব, রাজপাল শর্ম্মা এবং কৃষ্ণ রাজুলু ।পেছনে আছেন সঞ্জীব দাজী এবং বিজয় কুমার

সেবাগ্রামে লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের সংযোজন সমিতির বৈঠক ২০১২।

সকলের আয় সরকারি কর্মচারীর সমান হওয়া প্রয়োজন।

মার্চ ২০১২–তে দ্বারভাঙ্গায় লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের বিহার সমাগমে সক্রিয় সঙ্গী বিজয় কুমার, চন্দ্রবীর নারায়ণ এবং অন্যেরা।

লোকবিদ্যা জন আন্দোলন প্রান্তীয় সম্মেলন সিংরৌলী সেপ্টেম্বর ২০১২।

সঞ্জীব দাজী ঘাটাবিল্লোদ জেলা ইন্দোরে স্থায়ী আয়ের জ্ঞান পঞ্চায়েতে বক্তব্য পেশ করছেন, সেপ্টেম্বর ২০১২।

সকলের আয় সরকারি কর্মচারীর সমান হওয়া প্রয়োজন।

লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের মুম্বই বৈঠক ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

নারায়ণ রাও জানুয়ারি ২০১৪ লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের মুলতাই সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করছেন।

বিলাস ভোঙ্গাডে লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের নাগপুর বৈঠকের সঞ্চালনা করছেন জুন ২০১৪। পাশে বসে আছেন সহ সংযোজক গিরিশ সহস্রবুদ্ধে।

সকলের আয় সরকারি কর্মচারীর সমান হওয়া প্রয়োজন।

লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের যোগাযোগ
বিভিন্ন স্থানে সক্রিয় কর্মকর্তা

বারাণসী : প্রেমলতা সিংহ (৯৩৬৯১২৪৯৯৮), দিলীপ কুমার 'দিলী' (৯৪৫২৮২৪৩৮০), লক্ষ্মণ প্রসাদ, শিবমূরত রাজভর, এহসান আলী, কৃষ্ণ কুমার, সুনীল সহস্রবুদ্ধে, বাবলু কুমার

ইন্দৌর : সঞ্জীব দাজী (৯৯২৬৪২৬৮৫৮),মগন সিংহ বঘেল, মোহন সিংহ সোলাঙ্কী,মঙ্গলা হার্ডিয়া,সুষমা যাদব, সুমের সিংহ রাঠৌর,শের সিংহ জাধব, রাজেশ সিসোদিয়া, কৈলাশা সূর্যবংশী,ইন্দর সিংহ রাঠৌর,দব্বু প্রজাপতি

নাগপুর : গীরিশ সহস্রবুদ্ধে (৯৪২২৫৫৯৩৪৮), বিলাস ভোঙ্গাডে (৯৮৯০৩৩৬৮৭৩)

ওয়ার্ধা : বিজয় জাবন্ধিয়া (৯৩২১৭২৭৯৯৮)

বিদর্ভ : প্রহ্লাদ গাবন্ডে (ইয়তমাল), গোপাল রায়পুরে (চন্দ্রপুর), সমীক্ষা এবং বাসন্তী সর্দার (ভন্ডারা)

পুণে : কে কে সুরেন্দ্রন (**k.k.surndran@gmail.com**), স্বাতী কীর্তনে, তেজশ্রী

মুম্বই : বীণা দেবস্থলী (৯৮২০৯২৪৮১২), নীরজা (৯৮৯২০১৭২৭৩)

কলহাপুর : অশোক জাধব

হায়দ্রাবাদ: বী কৃষ্ণ রাজুলু (৯৮৬৬১৩৯০৯১), নারায়ণ রাও (৯৮৪৯৩৮৯৫৫০), ললিত কুমার কৌল, রামারাও, আপ্পারাও, অভিজিৎ মিত্র (৯৮৬৬৪০৬০২৮), নরেশ কুমার শর্মা

চিরালা : মোহন রাও (৯৪৪১০৪১২৬৬), বীর নাগেশ্বর রাও

বেঙ্গালুরু : জে কে সুরেশ (৯৮৪৫০৬৮৪০৪), জী শিবরামকৃষ্ণনন

দিল্লি : অবিনাশ ঝা (৯৯১১৪৫০৪৫), জগনারায়ণ মাহাতো, অশোক রস্তোগী, মোহিনী মলিক, বিজয় জোশী

সিংরৌলী : অবধেশ কুমার (৯৪২৫০১৩৫২৪), রবি শেখর (৮২২৫৯৩৫৪২০), একতা, লক্ষীচন্দ দুবে, মঞ্জু সিংহ

দ্বারভাঙ্গা : বিজয় কুমার (৯৪৩১০৬৮৫৫৫), চন্দ্রবীর নারায়ণ

কলকাতা : জিতেন নন্দী (০৩৩২৪৯১৩৬৬৬), শমীক সরকার, অশোক চট্টোপাধ্যায়, পার্থসারথী রায়

আমেরিকা : অমিত বসোলে (**abasole@gmail.com**), শিল্পী সুনেজা, বোস্টন

ইউরোপ : জিগী রোজেরো, ইতালি (**conricerca@hotmail.com**), লীনা দোকুজোভিক, অস্ট্রিয়া/ক্রোয়েশিয়া (**aniliname@yahoo.com**), হান্না ওয়ার্নর (**hanna_werner@gmx.de**) জার্মানি

প্রধান কার্যালয় *:* বিদ্যা আশ্রম, সারনাথ, বারাণসী

সংযোজক *:* চিত্রা সহস্রবুদ্ধে *(*৯৮৩৮৯৪৪৮২২*)*